সার কেলেঙ্কারির মামলায় বিএনপি নেতা কারাগারে

মেহেরপুরে বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, আবার একই সঙ্গে জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু সেই নেতার বিরুদ্ধেই উঠেছে সরকারি সার পাচারের অভিযোগ। প্রায় দুই বছর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে ৪৬০ বস্তা সরকারি ডিএপি সারসহ একটি ট্রাক আটকের ঘটনায় পুলিশের দেওয়া চার্জশিটে পাঁচ আসামির একজন তিনি।

দীর্ঘদিন আদালতে হাজির না হওয়ায় জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। শেষ পর্যন্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করলে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে পাঠানো হয় গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে। ঘটনাটি ঘিরে মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গন ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানায় দায়ের হওয়া সরকারি সার পাচারের মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং মেহেরপুর জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সোহরাব হোসেনসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। বর্তমানে তিনি এ মামলায় গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে রয়েছেন।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গোপালগঞ্জ কোর্ট পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপালগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলাটির একাধিক শুনানিতে সোহরাব হোসেন অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি আদালতে চার্জশিট দাখিল হওয়ার পরও তিনি শুনানিতে হাজির না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পরে গত ১ জুলাই তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে রোববার (১২ জুলাই) বিষয়টি আলোচনায় আসে।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ২৪ অক্টোবর রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার বড়ইতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পুলিশের একটি চেকপোস্টে চুয়াডাঙ্গা-ট ১১-

**৪১ নম্বরের একটি ট্রাকে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় ট্রাকটি থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) ৪৬০ বস্তা ডিএপি (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট) সার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া প্রতিটি বস্তায় বিএডিসির লোগো এবং উৎপাদনের দেশ হিসেবে সৌদি আরবের নাম উল্লেখ ছিল। জব্দ করা সারের আনুমানিক বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৩৭ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় মুকসুদপুর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ২৫/২৫(ডি) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মো. রকিবুল ইসলাম উজ্জ্বল তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর আদালতে ৩৫৭ নম্বর চার্জশিট দাখিল করেন।

চার্জশিটভুক্ত পাঁচ আসামি হলেন— মেহেরপুর শহরের মন্ডলপাড়ার মো. আবু তালেব ওরফে রিপন (৪২), উজলপুর গ্রামের মো. সজল (২৭), মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের মো. সোহরাব হোসেন (৫৩), গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামের মো. আব্দুস সালাম (৩৯) এবং বরিশালের গৌরনদী উপজেলার হরহর গ্রামের মো. আনোয়ার হোসেন বেপারী (৪৮)।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জব্দ করা সারগুলো পাচারের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল এবং এ ঘটনায় আসামিদের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আদালতের নির্দেশে জব্দ করা ৪৫৯ বস্তা সার নিলামে বিক্রি করে ৪ লাখ ১৪ হাজার ৮০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে সরকারি সার পাচারের মতো ঘটনায় সরকার দলীয় একজন রাজনৈতিক নেতার নাম আসায় মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন বলেন, ‘রাজনীতি করার পাশাপাশি আমি নিজেও একজন কৃষক। এবার ছয় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। কিন্তু বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও আমাকে চড়া মূল্যে কালোবাজারিদের কাছ থেকে সার কিনতে হয়েছে। অথচ সদর উপজেলা বিএনপির নেতা এবং সার ব্যবসায়ীদের নেতা হয়েও সোহরাব হোসেন মেহেরপুর জেলার কোটার সার অন্য জেলায় কালোবাজারিতে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। বিষয়টি সত্যিই লজ্জার।’

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ

মিল্টনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তা রিসিভ হয়নি।

তবে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ বলেন, ‘মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে আমরা এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। কারণ মামলাটি বর্তমান উপজেলা বিএনপির কমিটি গঠনের আগের। তবে এই মামলায় তিনি যদি আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হন, তখন দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

সরকারি সার পাচারের অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কৃষকরাও। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের কৃষক আব্দুল মালেক বলেন, ‘মৌসুম এলেই সার নিয়ে সংকট দেখা দেয়। অনেক সময় নির্ধারিত দামে সার পাওয়া যায় না। যদি সরকারি সার এভাবে পাচার হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হই আমরা সাধারণ কৃষকরাই। আমার একটাই দাবি, এ বিষয়ে সরকার যেন কঠোর ব্যবস্থা নেয়।’

একই উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কৃষক নুর ইসলাম বলেন, ‘সারের জন্য আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিলারের দোকানে অপেক্ষা করতে হয়। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত দামও দিতে হয়। যারা কৃষকের জন্য বরাদ্দ সার পাচার করে, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।’

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘স্পেশাল ট্রাইবুনাল অ্যাক্টের মামলাটি আমি মুকসুদপুর থানায় যোগদান করার আগের। বর্তমানে মামলাটি বিচারিক পর্যায়ে রয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম চলমান।’

সূত্র: এশিয়া পোস্ট

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু মামলার আসামি পলাশ

কারাগারে

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহজাহান আলীর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন পলাশ। আদালতের বিচারক তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পলাশ উচ্চ আদালত থেকে চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে ছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে তিনি নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

ঘটনার চার দিন পর, গত ৪ এপ্রিল নিহত ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান সোহাগের চাচা সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯৮/১০৫ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নম্বর—০৭।

আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে। দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের মালিকও তিনি। তিনি মেহেরপুর পশুহাট সংলগ্ন ভুট্টা ক্রয় কেন্দ্রে বিপি করপোরেশনের মালিক।

মামলায় আসামিপক্ষে মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল হাসান এবং সরকারপক্ষে কোর্ট পরিদর্শক জিয়াউল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্য দিয়ে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়া হয়। এ সময় সাংবাদিকরা ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৩১ মার্চ রোজার ঈদের দিন বিকালে প্রাইভেট কার চালক পলাশ হোসেন বেপরোয়া গতিতে আমঝুপি থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। এ সময় ভ্যানচালক আলী হাসান তার পরিবারের লোকজন নিয়ে ভ্যানযোগে আমঝুপির দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাইভেট কারটি প্রথমে পাখিভ্যানের সাথে সজোরে ধাক্কা মারলে ভ্যানের সকল যাত্রী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে প্রাইভেট কারটি একটি মোটরসাইকেলকেও ধাক্কা দেয়। এতে

মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আখতারুজ্জামান শোভন ও তার বন্ধু আল ইমরান রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান মারা যান। এছাড়া অবস্থার অবনতি হওয়ায় আল ইমরানকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ও জুবায়ের হাসানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। রাজশাহীতে নেওয়ার পথে সন্ধ্যার দিকে পাবনার মধ্যে শিশু জুবায়ের হোসেন মারা যান। আল ইমরান রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মারা যান।

এদিকে, দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে সেখানে দেখা যায়, যে তিনজন নিহত হয়েছে তারা সবাই তাদের সঠিক সাইডে ছিলেন এবং আসামি তার গাড়ি হতে বেরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। মামলার বাদী অভিযোগ করে এজাহারে উল্লেখ করেছেন, আসামি পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করেছে।

গাংনীর হৃদয় হত্যা মামলায় কমল চেয়ারম্যান কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের চাঞ্চল্যকর রিদয় হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ১০ নম্বর আসামী ওবায়দুর রহমান কমলকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সোমবার (৫ মে) দুপুরে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন কররলে বিজ্ঞ বিচারক মোঃ জাহিদুর রহমান তাকে জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতের প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ওবায়দুর রহমান কমল বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি রামনগর গ্রামের বাগু বিশ্বাস এর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন চরগোয়ালগ্রামে ঈদগাহের গেট ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সেই বিরোধের সূত্র ধরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ দুপুর ১২ টার দিকে এজাহারনামীয় আসামীগণ রিদয়কে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং হামলায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

হত্যা ও হামলার ঘটনায় নিহতের পিতা শাহাদত হোসেন বাদী হয়ে রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাতকে প্রধান আসামি করে এজাহার নামীয় ১২জন অজ্ঞাত আরো ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে গাংনী থানার একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ২৫, তারিখঃ ২৭/০২/২০২৫ ইং ধারা-১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩০৭/৩০২/৪২৭/৫০৬/৩৪ দঃ বিঃ

এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ওই মামলার ১০ আসামী ওবায়দুর রহমান কমল আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তাকে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। বিজ্ঞ আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দেন। একই সাথে আসামীর জামিন আবেদন নাকোচ করে তাকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ছিলেন এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন।

উল্লেখ্য, ঘটনার দিন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ বিকেলে মামলার এজহার নামীয় প্রধান আসামী রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাত ও মামলার ছয় নম্বর এজাহার নামীয় আসামী সাইদুর রহমান মিলন মেম্বারকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মাংস বিক্রেতা ভোদড় মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে।

এর আগে বেলা ১১ টার দিকে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদের নেতৃত্বে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাংসের বাজারে অভিযান চালানো হয়। মাংস বিক্রেতা ভোদড় একটি অসুস্থ ছাগলের মাংশ বিক্রি করছিলেন। এসময় তার কাছ থেকে বেশকিছু অসুস্থ্য ছাগলের মাংস উদ্ধার করা হয়।

এই অপরাধে মাংস বিক্রেতা ভোদড়কে আটক করে মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নেওয়া হয়।

বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক এস,এম শরিয়ত উল্লাহ ভোদড়কে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ সময় সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।